

‘মিন আজায়িবিদ দুয়া’
গ্রন্থের অনুবাদ

মিরাফিলোখ পেয়ারাখ

দুআ কবুলের আশ্চর্য ঘটনা

মূল
খালিদ বিন মুলাইমান আর-রাবয়ী

অনুবাদ

মাওলানা নাজিম আবু বকর

সম্পাদনা

মাওলানা মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা

ফজলে মুন

বানান

মাকামে মাহমুদ

মিরা কল্যাণ প্ৰিয়ৱৎ

দূত্ৰা কবুলৰ আশ্চৰ্য ঘটনা



ওয়াফি পাবলিকেশন

সম্পাদকীয়

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ নিত্য-নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করছে। আদিযুগের ছুরি, বর্শা, ফলা, ধনুক ছেড়ে মানুষ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখেছে। তীর-তরবারির স্থান দখল করে নিয়েছে পিস্তল, রাইফেল, মেশিনগান। উট, ঘোড়া, হাতির স্থান দখল করে নিয়েছে সাঁজোয়া যান, সাবমেরিন, যুদ্ধবিমান। কেয়ামত অবধি আরও যত উন্নত সমরাস্ত্রের মহড়া হোক না কেন সব ধোঁকার খেলুনা, মিছে পিস্তল বৈ কিছু না।

এ সবকিছু ডিঙিয়ে এক্সক্লুসিভ আর্ম হচ্ছে দুআ। এ দুআর অ্যাটমিক শক্তিবলেই আমাদের সালাফরা মুসলিম জাহানের কেতন অর্ধজাহান বিস্তীর্ণ করেছিলেন। জনবলহীন বদরী কাফেলা যুগে যুগে অপরাজেয় সুপার পাওয়ার হিসেবে পৃথিবীকে শাসন করে এসেছে। কেননা, মুসলিম জাতি ছাড়া অন্য কারো কাছে যে এ অস্ত্র নেই।

কিন্তু, হায় আফসোস! যে জাতি ছিল ‘মাথা নোয়াবার নয়’, তারাই হয়ে গেল সবচেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত! আরাকান, কাশ্মীর, মিয়ানমার, সিরিয়ার কান্নার নজরানা আসবে কবে? জানিনা... তবে, আমরা বোধহয় নিজেদেরকে মরিচা পড়া রাইফেল বানিয়ে ফেলেছি। গুনাহের জং-এর কারণে তা থেকে যেন গুলি বেরোচ্ছে না। থাবা, চোঁট ও ডানাবিহীন বাজপাখির ন্যায় নিরস্ত্র অসহায় সৈনিক।

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, বিজাতিরা যতই নিজেদের জাগতিক অস্ত্রকে শাণিত করছে, আমরা ততই নিজেদের নিরস্ত্র ও অকেজো করে নিচ্ছি। শেষ রাত্রে বিন্দ্র চক্ষু থেকে অশ্রু-ফোয়ারা আর বইতে দেখা যায় না। আশা ও ভয়ে বিনীত মস্তকে আসামীরা আর স্বেচ্ছা-সমর্পণ করে না। মাওলার চরণে লুটে পড়ে না তাদের ললাট। আরশ-কাঁপা গোঙানিতে মুখরিত হয় না আমাদের প্রভাত। নিশিরাতে এসব ঔদাস্য আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে অমানিশা। আর দিনমানে ব্যস্ততা কিংবা দুনিয়ার মত্ততা আমাদের হাত

উত্তোলনের ফুরসতটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে।

পাঁচবার সালাতের পর হাত তোলার প্রবণতাও বিদায় নিতে বসেছে। বিদআতের অজুহাতে তা যেন ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য হয়ে যাচ্ছে। যারা কিছু দুআ করি তারাও দায়সারা গোছে। তড়িঘড়ি ও অস্থিরতা আমাদের দুআকে এতটাই দুর্বল করে ফেলে, তা আসমানের বর্ডার ডিঙাতে পারে না।

দুআ নামক অস্ত্র ব্যবহার করে আমি উপকৃত হতে চাচ্ছি, অথচ স্লাইপার ধারণকারীর ধৈর্য ও স্থিরতার ব্যাপারে মোটেও খবর রাখি না। চাতক পাখির প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষার কথা কেন একটু ভাবি না! আমাদের কাছে যে কত বড় অস্ত্র আছে তা আমরা নিজেরাও জানি না। তাকদীরের ফায়সালা পর্যন্ত এ অস্ত্রের মুখে বদলে যায়। আসলে আমরা অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছি; ফলে ‘মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ন নাস’-এর মোকাবেলায় সারেভার করে বসে আছি। সামান্য বিপদে হীনবল ও নিরাশ হয়ে পড়ছি। তাহলে এবার আসুন আমরা নিজেদের অস্ত্রগুলো একটু যত্ন নেই। অতঃপর সিদ্ধহস্তে তা পরিচালনা করি। বক্ষ্যমাণ বইটি এ অনুপ্রেরণায় পাঠকদের উদ্দীপ্ত করবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, আল্লাহর কাছে সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করি। বিশেষ করে পিতা-মাতা, উস্তাদ ও পরিবার-পরিজনকে যেন তিনি দু’জাহানে ধন্য করেন এবং তাদের ওহিলায় আমাদেরও —আমীন। হে আল্লাহ! ক্ষমা করো আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু! (সূরা হাশর : ১০)

মাহমুদুল হক

মিরপুর-২, ঢাকা।

১৬ অক্টোবর, ২০২১।

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

‘মিন আজায়িবিদ দুয়া’ কিতাবটির অনুবাদ সমাপ্ত করতে পেরে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। মুমিনের জীবনে দুআর গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিসের ভাষায় তা সকল ইবাদতের প্রাণ। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ দুআ। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।’ বান্দার মতো ক্ষুদ্র সৃষ্টি মহান মালিক আল্লাহকে ডাকতে পারে, তাই তো পরম সৌভাগ্য; তার ওপর আবার মালিক যদি সে ডাকে সাড়া দেন, যদি বান্দার চাওয়া পূরণ করেন, তবে তা মালিকের অসীম দয়া ছাড়া আর কী!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লেখক সংকলন করেছেন শুধুই দুআর কথা ও কাহিনি নিয়ে। শুরুতে দুআর গুরুত্ব, মর্যাদা ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য তথ্যবহুল আলোকপাত করে প্রবেশ করেছেন মূল বিষয়ে—দুআ কবুলের যত বিস্ময়কর কাহিনি। পূর্ববর্তী নবি-রাসুল থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীন হয়ে যুগের সিঁড়ি ভেঙে ক্রমশ নেমে এসেছে তার কাহিনির আস্তিন। এভাবে সবশেষে স্থান পেয়েছে লেখকের নিজ দেখা বা শোনা থেকে প্রাপ্ত ঘটনাবলি। আশা করি আল্লাহ তায়ালার কুদরতের মহিমায় ভাস্বর এসব ঘটনা পাঠকের মনে আল্লাহ-ভরসা ও দুআ-মুনাজাতের উদ্দীপনা জাগাবে।

অনুবাদ সম্পর্কে দুয়েকটি কথা। লেখক সাধারণত সকল তথ্য ও ঘটনার সূত্র উল্লেখ করেছেন। অনুবাদে সেসব সূত্র ছবছ রাখা হয়েছে।^১ কোথাও কোথাও প্রয়োজনমত নতুন সূত্রও সংযোজন করা হয়েছে। মূল গ্রন্থটির মুদ্রণ নিখুঁত ছিল না। স্থানে-স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদের কারণে অনুবাদে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ঘটনায় মূল সূত্রের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। কোথাও কোথাও অতিসংক্ষেপণে

১. সূত্রগুলোতে হাদিসের নম্বর ব্যতীত শুধু কিতাবের নাম উল্লেখ পর্যন্তই ক্ষান্ত করা হয়েছিল। সেগুলোতে যথাসম্ভব হাদিস নম্বর সংযোজনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। কদাচিৎ কোনো হাদিস উল্লেখিত গ্রন্থে অনুসন্ধান মোতাবেক না মিললে অন্য যে গ্রন্থে মিলেছে তা বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সহায়।

বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় সূত্রের সহায়তায় বর্ণনা কিছুটা সম্প্রসারণ করতে হয়েছে। এসব পরিশ্রম—ধারণা করি—অনুবাদগ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য ভূষিত করেছে।

পরিশেষে ওয়াফি পাবলিকেশনকে ধন্যবাদ, এমন উপকারী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়ে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ ভাই মুফতি মাহমুদুল হককে, যিনি ওয়াফি ও আমার মধ্যকার বন্ধনসেতু। এই গ্রন্থ যদি পাঠকের ঈমানের বারুদে কিছুটা হলেও ঝলকানি জ্বাগাতে পারে, অন্তরে যদি সাজাতে পারে তাওয়াক্কুল ও আল্লাহমুখিতার ফুলদানি, তবে এই গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশ সার্থক। আল্লাহ কবুল করুন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। আমিন।

মাআস-সালাম—

নাঈম আবু বকর

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রাককথন	১৫
দুআর মাহাত্ম্য	১৭
কুরআনে কারিম থেকে:	১৭
সুন্নাহ থেকে:	১৮

দুআর আদবাকতা

দুআর শর্তাবলি	২৩
দুআ কবুলের বাধাসমূহ	২৪
দুআর কিছু ভুল	২৫
দুআর আদবসমূহ	২৬
দুআ কবুলের বিশেষ স্থান, কাল ও উপলক্ষ্য	৩২
কিছু মকবুল দুআ	৪৪

নবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত আদম আ.-এর দুআ	৪৯
নূহ আ.-এর দুআ	৫০
ইবরাহিম আ.-এর দুআ	৫১
ইয়াকুব আ.-এর দুআ	৫৩
ইউসুফ আ.-এর দুআ	৫৪
মুসা আ.-এর দুআ	৫৫
আইয়ুব আ.-এর দুআ	৫৬
ইউনুস আ.-এর দুআ	৫৮
এক পিপড়ার দুআ	৬০
জাকারিয়া আ.-এর দুআ	৬০
ঈসা আ.-এর দুআ	৬১

রাসূল ﷺ-এর বিস্ময়কর দুআ

হিজরতের পথে দুআ	৬৫
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি দুআ	৬৫
দাওস গোত্রের জন্য দুআ	৬৬
হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ	

রাযি.-এর জন্য দুআ	৬৬
হজরত আনাস বিন মালিক রাযি.-	
এর জন্য দুআ	৬৭
সাহাবায়ে কেরামের জন্য দুআ	৬৮
হজরত আলি রাযি.-এর জন্য দুআ	৬৮
হজরত জাফর বিন আবি তালিব	
রাযি.-এর জন্য দুআ	৬৮
হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস	
রাযি.-এর জন্য দুআ	৬৯
সাকীফ গোত্রের জন্য দুআ	৬৯
হজরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর মায়ের জন্য দুআ	৭০
আমির বিন তুফাইলের ওপর বদদুআ	৭১
দাঁতের বদলায় দাঁত	৭১
মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য দুআ	৭২
আমর বিন আখতাব রাযি.-এর জন্য দুআ	৭২
হজরত জারির রাযি.-এর জন্য দুআ	৭২
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুআর বরকতে ধনী	৭৩
আসমান-জমিনের বাহিনীসমূহ একমাত্র আল্লাহর	৭৩

সাহাবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.-এর দুআ	৭৭
হজরত আলি রাযি.-এর দুআ	৭৭
হজরত সা'দ বিন মুআজ রাযি.-এর দুআ	৭৭
একটি আশ্চর্য ঘটনা	৭৮
হজরত উম্মে সালাম রাযি.-এর দুআ	৭৯
হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর দুআ	৭৯
হজরত উবাই বিন কাব রাযি.-এর দুআ	৮০
দুআয় কাটা গেল জিহ্বা	৮০
এই তার প্রতিফল	৮১
'হে আল্লাহ, ওর ক্ষতি থেকে আমাদের মুক্তি দিন'	৮১
হজরত সাঈদ বিন যাইদ রাযি.-এর দুআ	৮২
হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর দুআ	৮২
উম্মুল মুমিনিন যাইনাব বিনতে জাহশ	

রাযি.-এর দুআ	৮৩
চোরের বিরুদ্ধে জনৈক সাহাবির বদদুআ	৮৩
বৃষ্টির দুআ করলেন তিনি	৮৫
হজরত হুসাইন রাযি.-এর দুআ	৮৫
এক মুমিনের দুআ	৮৬
সেটাই তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত	৮৬
আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ	৮৬
সেনাপতি নিহত, কিন্তু তার দুআয় সৈন্যরা নিরাপদ	৮৬
আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবিস সারহ.-এর দুআ	৮৭
হজরত আনাস রাযি.-এর খোঁজে হাজ্জাজের পুলিশ	৮৮

পরবর্তী প্রজন্মের বিশ্বয়কর দুআ

যেমন কর্ম তেমন ফল	৯৩
খচ্চরটি রয়ে গেল	৯৩
তারাই ছিলেন মানুষ	৯৩
আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন	৯৪
মোরগের বিরুদ্ধে বদদুআ	৯৪
অহংকার ও ঔদ্ধত্যের শাস্তি	৯৫
হাজ্জাজের দরবারে যাবার কালে দুআ	৯৫
প্রবল চেউয়ের মধ্যে দুআ	৯৫
শাহাদাতের দুআ করে হলেন শহিদ	৯৬
এক নেকবান্দার দুআ	৯৬
আবু মুসলিম ও এক নারী	৯৬
অন্ধ ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি	৯৭
দুআয় কারামুক্তি	৯৭
বন্দিকে মুক্তি না দিলে ঘুম হারাম	৯৮
তোমাকে মোবারকবাদ	৯৮
দুআ কবুলের আলামত	৯৯
পাগলরূপী বুজুর্গ	৯৯
ইবনুল মুনকাদির ও একজন দুআকারী বান্দা	১০০
সকল প্রশংসা আল্লাহর	১০১
দুআ শেষ না হতেই বৃষ্টি	১০২
খলিফার দুআ	১০২



ওজুকালে অচল অঙ্গ হয় সচল	১০৩
সমুদ্রে দুআ	১০৩
যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার	
জন্য যথেষ্ট	১০৩
বিস্ময়কর এক কাহিনি	১০৪
দুআয় হলেন মেধাবী	১০৪
ধারকৃত ঘোড়া	১০৫
হাজ্জাজের জেলখানায় দুআ	১০৫
ইবনে মুবারক রহ.-এর দুআ	১০৬
সুফয়ান বিন উয়াইনা রহ.-এর দুআ	১০৬
গাছের বিরুদ্ধে বদদুআ	১০৭
হাঁচিতে ফিরে পেলেন দৃষ্টিশক্তি	১০৭
সেরে উঠল বিশ বছরের অচল নারী	১০৭
আখিরাতের আজাবের নমুনা দুনিয়াতেই	১০৮
রমজানের এক দুআ	১০৮
বৃদ্ধাকে মেরে কাটা গেল হাত	১০৯
বদদুআয় ডুবে গেল নৌকা	১০৯
গোয়েন্দার পরিণতি	১০৯
এলেন অন্যের কাঁধে, ফিরলেন সুস্থ হয়ে	১১০
দুআয় কাফির হলো মুসলমান	১১০
আল্লাহর কাছে চেয়ে পেলেন আশ্রয়	১১১
মজলিস শেষ হবার আগেই কারামুক্তি	১১১
অসুস্থের দুআ	১১২
উনুনে ফেলে মাথায় ঠোকা হলো পেরেক	১১২
কাজি হতে চান না তিনি	১১৩
দুআয় বেঁচে উঠল গাধা	১১৩
হাজিদের দুআ	১১৪
শাহাদাতের দুআ	১১৪
রোমের বন্দির দুআ	১১৫
ইমাম বুখারি রহ.-এর দুআ	১১৫
মিথ্যা অভিযোগ করায় বদদুআ	১১৬
নগদ দুআ কবুল	১১৬
দুআ হলো কবুল	১১৭



তিনটি দুআ	১১৭
আমি রবের কথা রেখেছি,	
তিনিও আমার কথা রেখেছেন	১১৮
অন্ধ হওয়ার দুআ, পরে দৃষ্টিশক্তির দুআ	১১৮
ইদুরের বিরুদ্ধে বদদুআ	১১৯
শীতকালেও গরম পানি	১১৯
এটাই আল্লাহর ফয়সালা	১১৯
দুআর দশগুণ দান	১২০
মুহরিজ তিউনিসির দুআ	১২০
হাবিব আজমির দুআ	১২১
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধার বদদুআ	১২১
আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা	১২১
হক কথা বলে মুক্তি	১২২
বিস্ময়কর দুআ কবুল	১২৩
তিনিই খাওয়ান ও পান করান	১২৩
কুয়ার ভেতরে দুআ	১২৪
যমযম পান করে দুআ	১২৪
অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বদদুআ	১২৪
দুআয় মহিলার রোগমুক্তি	১২৫
চিকিৎসকেরা ব্যর্থ, দুআয় আরোগ্য	১২৫
দুআর কারণে পাখির পেটে	১২৬
মন্ত্রীর দুআ	১২৬
‘আমরা পাপী, তাই আমাদের বৃষ্টি দিন’	১২৭
বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুআ	১২৭
বরকতময় বিয়ে	১২৮
বদদুআয় শ্বেতরোগ	১২৯
টেকোমাথা শিশু	১২৯
ইমাম মাকদিসি রহ.-এর দুআ	১২৯
রোজা অবস্থায় পিপাসা নিবারণ	১৩০
দুআয় বেরিয়ে এল কানের কঙ্কর	১৩০
দশ সন্তানের জন্য দুআ	১৩১
সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার বদদুআ	১৩১
হিন্দুস্তানি দর্জির দুআ	১৩২



বিশ মিনিটের আতঙ্কের পর বিপদমুক্তি	১৩২
মরুভূমিতে দুআ	১৩৩
কারাবন্দি ও প্রহরী	১৩৪
দুআয় বৃষ্টি থেমে গেল	১৩৫
বিদ্যুৎ-মিস্ত্রীর দুআ	১৩৫
জালিম ও মজলুম	১৩৬
ছেলের বিরুদ্ধে মায়ের বদদুআ	১৩৭
মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার	১৩৮
আপনার দুআ কবুল হয়েছে	১৩৯
আল্লাহকে ডাকায় কঠিন হলো সহজ	১৩৯
বিশ হাজারের গল্প	১৩৯
ধন্যবাদ হে রিয়াদের গভর্নর	১৪০
নেককার লোকটি	১৪১
পরীক্ষা গেল পিছিয়ে	১৪৩
দুর্বল অধীনস্থদের জন্য দুআ	১৪৩
ধূমপান বর্জন	১৪৩
বদদুআয় ভাঙল হাত	১৪৪
সকল শুকরিয়া আল্লাহর	১৪৪
বেরিয়ে গেলেন শিক্ষক	১৪৫
স্নেহময়ী মা	১৪৫
আল্লাহর নিয়ামত	১৪৫
ডক্টরেট থিসিসের সমস্যাবলির সমাধান	১৪৬
স্বামীর বিরুদ্ধে বদদুআ	১৪৬
কাবা দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি ফেরত পাবার দুআ	১৪৬
তাওয়াফের মধ্যে দুআ	১৪৭
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে দুআ	১৪৭
এক বিপদগ্রস্তের দুআ	১৪৭
আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া তোমার কেউ নেই	১৫০
দাহনা মরুভূমিতে দুআ	১৫১
শেষ কথা	১৫২
অনুবাদক পরিচিতি	১৫৩

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি গোটা জগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম হোক নবির ওপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসারীদের ওপর।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত যুগে যুগে আল্লাহর বান্দাদের দুআ কবুলের একগুচ্ছ ঘটনার সংকলন। বিভিন্ন কিতাব ও সূত্র থেকে আমি ঘটনাগুলো সংগ্রহ করেছি। মুসলমান ভাইবোনদের দুআ ও আল্লাহমুখিতায় আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। ঘটনাগুলোর পূর্বে দুআ-সংক্রান্ত কিছু আলোচনা যুক্ত করেছি, যাতে দুআর ক্ষেত্রে পাঠক সেগুলো অনুসরণ করে নিজেও মকবুল দুআর সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন।

গ্রন্থটির আলোচনার ক্রম নিম্নরূপ—

১। দুআর ফাযায়েল ও মাহাত্ম্য—এ শিরোনামে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দুআর মাহাত্ম্যের আলোচনা হয়েছে।

২। দুআর শর্তাবলি। সকল শর্তের আলোচনা না হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো আলোচিত হয়েছে।

৩। দুআ কবুলের বাধাসমূহ। যে সকল কারণে দুআ কবুল হয় না, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

৪। দুআর ক্ষেত্রে যেসব ভুল অনেকের হয়ে থাকে। অধিকতর ব্যাপক ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৫। দুআর আদবসমূহ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, কারণ দুআর ক্ষেত্রে

আদবের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬। যেসকল সময় ও অবস্থায় দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেশি, সেগুলোর আলোচনা।

৭। হাদিসে বর্ণিত কিছু মকবুল দুআ।

উল্লেখ্য, এসব আলোচনা আমি অধুনা-রচিত দুআ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি, মূল উৎসগ্রন্থগুলো সরাসরি দেখিনি। বিভিন্ন স্থানে যেসব হাদিস উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোর রেফারেন্সও হাতের কাছে থাকা গ্রন্থগুলোর অনুসরণে দিয়েছি, সরাসরি হাদিসের কিতাব ঘাটিনি।

৮। ঘটনাবলি। এক্ষেত্রে প্রথমে এনেছি নবিদের দুআ, তারপর সাহাবিদের, তারপর তাবেরী ও তাবে-তাবেয়ীদের। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে সবশেষে আমাদের যুগে ঘটিত দুআ কবুলের ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছি।

পাঠকের নিকট অনুরোধ, আপনার নিজের জীবনে কিংবা জানা-শোনার মধ্যে এমন ঘটনা থাকলে আমাদেরকে জানানো। ইনশাআল্লাহ, দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলোকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ, যেন তিনি গ্রন্থটিকে সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন এবং আমার পরকালীন সঞ্চয় হিসেবে কবুল করেন।

-খালিদ বিন সুলাইমান আর-রাবয়ী
শিক্কা, বুরাইদা, আল-কাসিম, সৌদি আরব

দুআর মাহাত্ম্য

কুরআনে কারিম থেকে:

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

‘আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার ওপর ঈমান আনুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারেন।’ (সূরা বাকারা: ১৮৬)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

‘তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’ (সূরা মুমিন: ৬০)

তিনি আরও বলেন,

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

‘তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটায়ো না, তাঁকে ভয় ও আশা-সহকারে ডাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।’ (সূরা আরাফ: ৫৫-৫৬)

সূন্বাহ থেকে:

১। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা নিকট দুআর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই।’^[২]

২। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে আল্লাহ তায়ালা নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।’^[৩]

৩। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ তায়ালা কাছে গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদমুক্ত নির্দোষ কোনো দুআ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে তিন বিষয়ের যেকোনো একটি দান করবেন—হয়তো প্রার্থিত বস্তু নগদ দান করবেন, অথবা তা আখিরাতের জন্য সঞ্চিত রাখবেন, কিংবা তৎপরিবর্তে তাকে সমপরিমাণ অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।’ সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ‘তাহলে তো আমরা অধিকহারে দুআ করব।’ রাসুল ﷺ বললেন, ‘আল্লাহর দান তার চেয়েও অধিক।’^[৪]

৪। হজরত সালমান ফারসি রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের রব লজ্জাশীল ও উদার; বান্দা তাঁর সমীপে হাত তুললে তা শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।’^[৫]

২. তিরমিজি ৩৩৭০, ইবনে মাজাহ ৩৮২৯।

৩. তিরমিজি ৩৩৭৩।

৪. মুসনাদে আহমদ ১১১৩৩ ও জাবির ও উবাদা রাযি.-এর সূত্রে তিরমিজি ৩৫৭৩।

৫. আবু দাউদ ১৪৮৮।

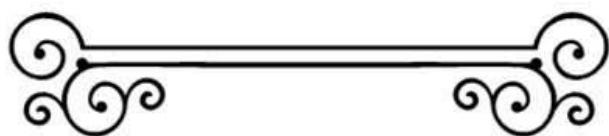
৫। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘দুআ ঘটিত ও অঘটিত সকল সমস্যার সমাধান করে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, দুআর প্রতি খুব গুরুত্ব দাও।’^[৬]

৬। হজরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘দুআ ছাড়া কোনো কিছু তাকদির পরিবর্তন করতে পারে না। আর সৎকর্ম ছাড়া কোনো কিছু পারে না আয়ু বাড়াতে।’^[৭]

৬. হাকিম ১৮৩ ও আহমাদ ২২০৪।

৭. তিরমিযি ২১৩।

দুআর আদবকেতা



দুআর শর্তাবলি

দুআর গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত নিম্নরূপ—

এক. ইখলাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

‘সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।’ (সূরা মুমিন: ১৪)

দুই. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

‘তোমরা তার অনুসরণ করো, যাতে সঠিক পথ পাও।’ (সূরা আরাফ: ১৫৮)

তিন. আল্লাহর প্রতি আস্থা ও দুআ কবুলের বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা প্রতি আস্থা বাড়ানোর অন্যতম উপায় হলো একথা স্মরণ রাখা যে, সকল কল্যাণ ও বরকত কেবল তাঁর নিকটেই রয়েছে।

হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ করো—কবুলের নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে।’^[৮]

চার. মনোযোগ, বিনয় এবং আল্লাহর সাওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয় নিয়ে দুআ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

‘তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সহিত এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।’ (সূরা আশ্বিয়া: ৯০)

পাঁচ. দৃঢ়তার সঙ্গে দুআ করা। হজরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তোমরা কেউ যখন দুআ কর, তখন দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করবে, এমন বলবে না—‘হে আল্লাহ, আপনি চাইলে দিন!’ কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।’^৯

দুআ কবুলের বাধাসমূহ

এক. হারাম খাওয়া ও হারাম পরা। যেমন হাদিসে এসেছে, ‘কোনো কোনো ব্যক্তি মলিন বেশ ও এলোমেলো কেশে দীর্ঘ সফরে ঘুরতে থাকে আর আকাশের দিকে হাত তুলে বলতে থাকে ‘ইয়া রব, ইয়া রব’; অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম এবং সে প্রতিপালিতও হয়েছে হারামে; কীভাবে তার দুআ কবুল হবে!’^{১০}

দুই. তাড়াছড়ো ও দুআ বর্জন। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেন, ‘বান্দার দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াছড়ো করে বলতে থাকে—‘আমি তো দুআ করেছি, কিন্তু কবুল হয়নি।’^{১১}

তিন. গুনাহ ও পাপাচার। কবি বলেন—

‘বিপদে আল্লাহকে জপি, বিপদ গেলেই বেমালুম ভুলে যাই!

কীভাবে কবুল হবে দুআ, গুনাহ দিয়ে রুদ্ধ যে তার দুয়ার!’

চার. আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন ছেড়ে দেওয়া। হজরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আপত্তি হবে শাস্তি। অতঃপর তোমরা তাকে ডাকবে, কিন্তু তা কবুল হবে না।’^{১২}

পাঁচ. গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দুআ করা। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ তায়ালার কাছে গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদমুক্ত দুআ করে, আল্লাহ তায়ালার অবশ্যই তাকে তিন বিষয়ের যেকোনো একটি দান করবেন—হয়তো প্রার্থিত বস্তু নগদ দান করবেন, অথবা তা আখিরাতের জন্য সঞ্চিত রাখবেন, কিংবা তৎপরিবর্তে তাকে

৯. বুখারি ৬৩৩৮ ও মুসলিম ২৬৭৮।

১০. মুসলিম ১০১৫।

১১. বুখারি ৬৩৪০ ও মুসলিম ২৭৩৫।

১২. তিরমিজি ২১৬৯।

সমপরিমাণ অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।’ সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ‘তাহলে তো আমরা অধিকহারে দুআ করব।’ রাসূল ﷺ বললেন, ‘আল্লাহর দান তার চেয়েও অধিক।’^{১৩৭}

দুআর কিছু ভুল

এক. শিরক বা বিদআত হয়—এমন উসিলা না দেওয়া।^{১৪১}

দুই. যুক্তি, প্রকৃতি বা শরিয়েতের আলোকে অসম্ভব বিষয়ের দুআ করা।

১৩. মুসনাদে আহমদ ১১১৩৩ ও জাবির ও উবাদা রাযি.-এর সূত্রে তিরমিজি ৩৫৭৩।

১৪. দুআর মধ্যে উসিলা দেওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অনেকেই উসিলা দিয়ে দুআ করাকে শিরক মনে করে। কিন্তু, কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য নুসুসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, দুআর মধ্যে নবী-রাসূল বা নেককার বান্দাদের এবং নিজের নেক আমলের উছিলা দেওয়া যায়—এর কোনোটিই শিরক নয়। কারণ, দুআর মধ্যে অন্য কারও কাছে চাওয়া তো হচ্ছে না; কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া হচ্ছে। অন্য কারও কথা উল্লেখ করা হচ্ছে শুধু বরকত লাভের উপায় হিসেবে, উসিলা হিসেবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বলেন, হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর। [সূরা ময়িদা: ৩৫] যাদের তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা লাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। [সূরা বনী ইসরাঈল: ৫৭]

* এ প্রসঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা দিয়ে আদম আ. কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনার হাদিসটি উল্লেখ্য। হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে (২/৬১৫) বর্ণনাটি এনে সেটিকে সহিহ বলেছেন এবং এর অনেক শাওয়াহেদও রয়েছে। দেখুন, মাফাহিম ইয়াজিবু আন তুছাহহাহা, পৃষ্ঠা ১২৪-১৩০, শায়খ আলাউয়ী (মৃত্যু ২০০৪)।

* ওমর রা. ওফাতের সময় নবিজি ﷺ-এর পার্শ্বে শয়ন করার জন্য কতটা উদগ্রীব হয়েছিলেন তা বুখারির ১৩৯২ নং হাদিস থেকে জানা যায়।

* ওসমান রা.-এর হাত থেকে উরাইস কুপে নবিজির ﷺ আংটিট পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তা আবু বকর ও ওমর রা. কীভাবে সংরক্ষণ করছিলেন তা বুখারির ৫৮৭৯ নং হাদিস থেকে জানা যায়।

* উম্মে সুলাইম কর্তৃক নবিজির চুল সংরক্ষণ করে রাখার কথা বুখারির ৫৮৯৭ নং হাদিসে পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় আছে, তাঁর সন্তান আনাস রা. ওসিয়ত করে যান, মৃত্যুর পর সেখান থেকে একটি চুল যেন তার মুখমণ্ডলে রাখা হয়।

* ঘুমন্ত নবিজির ঘাম বোতলে আহরণ করতে গিয়ে ধরা খেয়েছিলেন উম্মে সুলাইম রা.। কৈফিয়ত দিলেন, বাচ্চা-কাচ্চাদের বরকত দেবার আশায় করছি। নবিজি শিরক তো বললেন-ই না; বরং বললেন, ঠিকই করেছ- (মুসলিম ২৩৩১)।

* আসমা রা. তো রুগীর সুস্থতা কামনা করতেন তাঁর কাছে সংরক্ষিত নবিজির ﷺ জামা ধোয়া পানি দ্বারা- (মুসলিম ২০৬৯)।

বাছুনি করে বিশুদ্ধ কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো। এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, নেককার বান্দাদের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু—তাদের নাম উল্লেখ, ব্যবহৃত বা উচ্ছিষ্ট বস্তু ইত্যাদি—বরকতের উপকরণ। এগুলো শিরক নয়; যদি শিরক হতো তাহলে সাহাবীদের স্বর্ণযুগের উল্লেখিত চিত্র পাওয়া যেত না। তবে অবশ্যই উসিলা বা বরকতের বিষয়কে জরুরি বা আসল মনে করা যাবে না; নিছক উছিলা বা বরকত হিসেবেই বিশ্বাস রাখতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা কোনোটিই ঠিক নয়।—সম্পাদক

তিন. নিজের ওপর কিংবা পরিবার ও সম্পদের ওপর বদদুআ করা।

চার. গুনাহ চেয়ে দুআ করা, যেমন—‘হে আল্লাহ, অমুককে আপনি অমুক গুনাহে লিপ্ত করে দিন’।

পাঁচ. আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দুআ করা।

ছয়. পাপাচারের বিস্তার কামনা করে দুআ করা।

সাত. দুআর আদব বর্জন করা।

আট. দুআ-কালে আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত নাম ও সিফাত চয়নে গুরুত্ব না দেওয়া।

নয়. দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে হতাশা কিংবা সংশয়।

দশ. আল্লাহ তায়ালাকে এমন নামে ডাকা, যা কুরআন-সুন্নায়ে বর্ণিত হয়নি।

এগারো. অতি উচ্চৈঃস্বরে দুআ করা।

বারো. কৃত্রিমভাবে কাঁদা কিংবা স্বর উঁচু করা।^{১৫}

দুআর আদবসমূহ

১। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও রাসূল ﷺ-এর ওপর দরুদ দ্বারা শুরু ও শেষ করা।

রাসূল ﷺ এক নামাজরত ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা করতে ও নবি ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়তে দেখে বললেন, ‘হে নামাজি, দুআ কর, কবুল করা হবে; চাও, প্রদান করা হবে।’^{১৬}

২। সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায় দুআ করা। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কামনা করে বিপদ ও দুর্যোগকালে তার

১৫. কৃত্রিম কান্না যদি লোকদেখানোর জন্য হয়, তবে অবশ্যই নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে অন্তর নরম করার চেষ্টা হিসেবে কৃত্রিমভাবে কাঁদা পছন্দনীয়। সুন্নাহে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, ‘হে লোকসকল, তোমরা কাঁদ, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করা।’-অনুবাদক

১৬. সুন্নাহে নাসাঈ ১২৮।

দুআ কবুল হোক, সে যেন সুসময়েও বেশি বেশি দুআ করে।^{১৭}

৩। নিম্নস্বরে দুআ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

‘তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না।’ (সূরা আরাফ: ৫৫)

৪। দুআয় আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হলো তখন তারা কেন বিনীত হলো না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।’ (সূরা আনআম: ৪৩)

৫। পীড়াপীড়ি করে দুআ করা। হজরত আনাস রাযি. থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (মারফু) হিসেবে বর্ণিত—‘তোমরা ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলে পীড়াপীড়ি করো।^{১৮}

৬। শরিয়তসম্মত উসিলা দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

‘তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো।’ (সূরা মাইদা: ৩৫)

এখানে ‘উপায় অন্বেষণ’ দ্বারা উদ্দেশ্য, আনুগত্য ও নেক আমল দ্বারা নৈকট্য অর্জন।

৭। দুআয় আল্লাহর নিয়ামত ও নিজ গুনাহ স্বীকার করা। যেমন হজরত শাদ্দাদ বিন

১৭. তিরমিজি ৩৩৮২ ও হাকিম।

১৮. তিরমিজি ৩৫২।

আওস রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাইয়িদুল ইসতিগফার (শ্রেষ্ঠ ক্ষমাপ্রার্থনা) হলো, এভাবে বলা—‘হে আল্লাহ, আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমি আপনার বান্দা। যথাসম্ভব আমি আপনার সঙ্গে কৃত ওয়াদার ওপর অটল আছি। নিজ কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমার ওপর আপনার নিয়ামত স্বীকার করি, আর স্বীকার করি আমার গুনাহ। সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।’ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি এই বাক্যগুলো বিশ্বাসের সঙ্গে দিনে বলবে, অতঃপর ওইদিন মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতি হবে। এভাবে যে রাতে বলে সে রাতে মৃত্যুবরণ করবে সে-ও জান্নাতি হবে।’^[১৯]

৮। দুআয় কৃত্রিম ছন্দ পরিহার করা। হজরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, ‘দুআর মধ্যে কৃত্রিম ছন্দ থেকে বেঁচে থাক। আমি রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণকে দেখেছি— তারা এমন করতেন না।’^[২০]

৯। তিনবার দুআ করা। রাসুল ﷺ দুআয় তিনবার বলেছেন, ‘হে আল্লাহ, কুরাইশকে পাকড়াও করুন।’^[২১]

১০। কেবলামুখী হয়ে দুআ করা। হজরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ একবার ইসতিস্কার নামাজের উদ্দেশে ময়দানে গিয়েছেন; সেখানে দুআ করেছেন এবং কেবলামুখী হয়ে নিজ চাদর উল্টে পরিধান করেছেন।^[২২]

১১। হাত তুলে দুআ করা। হজরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের রব লজ্জাশীল ও উদার; বান্দা তাঁর সমীপে হাত তুললে তা শূন্য ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।’^[২৩]

১২। সম্ভব হলে দুআর পূর্বে ওজু করা। হজরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল ﷺ হুнайনের যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পর হজরত আবু আমিরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী আওতাসের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। সেখানে দুরাইদ বিন সুন্মারের

১৯. বুখারি ৬৩২৩, ৬৩০৬, তিরমিজি ৩৩৬৩, নাসাঈ ৫৫২২।

২০. বুখারি ৬৩৩৭।

২১. বুখারি ২৯৩৪ ও মুসলিম ১৭৩৪।

২২. বুখারি ৬৩৪৩।

২৩. আবু দাউদ ১৪৮৮।

সঙ্গে তার মোকাবিলা হলো। পরিণামে দুরাইদ নিহত ও তার দল পর্যুদস্ত হলো। আবু মুসা বলেন—রাসূল ﷺ আবু আমিরের সঙ্গে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে আবু আমির আহত হলেন; জুশাম গোত্রের এক ব্যক্তির তির তাঁর হাঁটুতে বিঁধে গেল। আমি তার নিকটে গিয়ে বললাম, ‘চাচাজান, কে আপনাকে তির মেরেছে?’ তিনি ইশারায় লোকটিকে দেখালেন। আমি তার দিকে ছুটে গেলাম। লোকটি আমাকে দেখে পালাতে লাগল, আমিও তার পিছু নিলাম; আর বললাম, ‘তোমার লজ্জা নেই? মোকাবিলা করবে না?’ একথা শুনে সে দাঁড়াল। আমরা একে অন্যের ওপর তরবারি চালালাম এবং লোকটি নিহত হলো। অতঃপর আমি আবু আমিরকে এসে বললাম, ‘আল্লাহ ওই লোকটিকে কতল করেছেন।’ তিনি বললেন, ‘এবার তিরটি টেনে তোলা।’ আমি সেটি টেনে তুলতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আবু আমির বললেন, ‘ভাতিজা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে বলবে, ‘আবু আমির আপনাকে বলছে, ‘আমার জন্য ইসতিগফার করুন।’ আবু মুসা বলেন, ‘অতঃপর আবু আমির আমাকে বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন। আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করলাম, তিনি একটি বিছানা দেওয়া দড়ির খাটে শুয়ে ছিলেন, তাঁর পিঠে-পাঁজরে দড়ির দাগ দেখা যাচ্ছিল। আমি তাঁকে আমাদের খবরাখবর জানালাম, সঙ্গে দিলাম আবু আমিরের খবরও। বললাম, তিনি আপনার নিকট ইসতিগফারের আবেদন করেছেন। তখন রাসূল ﷺ পানি আনিয়ে ওজু করলেন, তারপর হাত তুলে বললেন, ‘হে আল্লাহ, ‘উবায়দ বিন আমিরকে ক্ষমা করুন।’ আমি তাঁর বাহুমূলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর বললেন, ‘হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাকে আপনি অনেক মানুষের ওপর স্থান দিন।’ আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্যও ইসতিগফার করুন।’ তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন কায়েসের গুনাহ মাফ করুন এবং তাকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করুন।’^[২৪]

১৩। দুআয় আল্লাহর ভয়ে কাঁদা। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত—
রাসূলুল্লাহ ﷺ সুরা ইবরাহিমের আয়াত—

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(হে আমার রব, এই সকল প্রতিমা তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে

আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত। কিন্তু, কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।—সূরা ইবরাহিম:৩৬)

ও সূরা মায়েদায় বর্ণিত হজরত ঈসা আ.-এর উক্তি—

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।—সূরা মায়েদা:১১৮);

আয়াতদুটি তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর দুহাত তুলে বললেন, ‘হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত।’ এবং কেঁদে ফেললেন। তখন আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ.-কে বললেন, ‘মুহাম্মাদের কাছে যাও, তাকে জিজ্ঞেস কর—যদিও আল্লাহ সর্বজ্ঞ—কেন তিনি কাঁদছেন।’ জিবরাইল আ. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে প্রশ্নটি করলেন এবং রাসুল ﷺ কান্নার কারণ জানালেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে জিবরাইল, মুহাম্মাদকে গিয়ে বল, ‘নিশ্চয় আমি উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট করব, এ ব্যাপারে তোমাকে অসম্মান করব না।’^{১২৫}

১৪। আল্লাহর নিকট অসহায়ত্ব ও মনোবেদনা প্রকাশ করা।

১৫। অন্যের জন্য দুআ করার ক্ষেত্রে নিজের জন্য দুআ দিয়ে শুরু করা। তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনও কখনও নিজেকে দিয়ে শুরু করেননি বলেও প্রমাণিত রয়েছে।

১৬। দুআয় সীমালঙ্ঘন না করা। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত—হজরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাযি.-এর ছেলে দুআ করছিল, ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি শ্বেত প্রাসাদ চাই, যা প্রবেশকালে আমার ডানে থাকবে।’ শুনে পিতা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল বললেন, ‘বাবা, আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও (এটুকুই যথেষ্ট)। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ‘আমার উম্মতের মধ্যে কিছু মানুষ হবে, যারা পবিত্রতা ও দুআয় সীমালঙ্ঘন করবে।’^{১২৬}

১২৫. মুসলিম ২০২।

১২৬. আবু দাউদ ৯৬ ও আহমদ ১৬৮০১।